দেশে করোনায় মৃত্যু সাড়ে ৩ হাজার ছুঁই ছুঁই

করোনাভাইরাসে গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে আরও ৩৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে দেশে মোট ৩ হাজার ৪৩৮ জন কোভিড রোগী মারা গেলেন।

এই সময়ে ২ হাজার ৯০৭ জন শনাক্ত হয়েছেন। এ নিয়ে দেশে মোট শনাক্ত হলেন ২ লাখ ৬০ হাজার ৫০৭ জন।

গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ২ হাজার ৬৭ জন এবং মোট সুস্থ ১ লাখ ৫০ হাজার ৪৩৭ জন।

সোমবার স্বাস্থ্য অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক নাসিমা সুলতানা নিয়মিত ব্রিফিংয়ে এসব তথ্য জানান।

তিনি জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় ১২ হাজার ৮৪৯টি নমুনা পরীক্ষা করে ২ হাজার ৯০৭ জনের দেহে করোনা শনাক্ত হয়েছে। মোট আক্রান্ত ২ লাখ ৬০ হাজার ৫০৭ জন।

গত ২৪ ঘণ্টায় শনাক্তের হার ২২ দশমিক ৬২ শতাংশ।

ডা. নাসিমা জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় ৩৯ জন মারা গেছেন। এর মধ্যে পুরুষ ৩৫ জন ও নারী ৪ জন। এ নিয়ে মোট মারা গেলেন ৩ হাজার ৪৩৮ জন।

এ পর্যন্ত যারা মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ২ হাজার ৭২১ জন আর নারী ৭১৭ জন।

তিনি আরও জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ২ হাজার ৬৭ জন। এ পর্যন্ত সুস্থ ১ লাখ ৫০ হাজার ৪৩৭ জন।

শনাক্ত বিবেচনায় সুস্থতার হার ৫৭ দশমিক ৭৫ শতাংশ ও মৃত্যুর হার ১ দশমিক ৩২ শতাংশ।

সূত্র- যুগান্তর

করোনায় আরও ৩৯ জনের মৃত্যু, শনাক্ত ২৯০৭

করোনাভাইরাসে গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে আরও ৩৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে দেশে মোট ৩ হাজার ৪৩৮ জন কোভিড রোগী মারা গেলেন।

এই সময়ে ২ হাজার ৯০৭ জন শনাক্ত হয়েছেন। এ নিয়ে দেশে মোট শনাক্ত হলেন ২ লাখ ৬০ হাজার ৫০৭ জন।

গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ২ হাজার ৬৭ জন এবং মোট সুস্থ ১ লাখ ৫০ হাজার ৪৩৭ জন।

সোমবার স্বাস্থ্য অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক নাসিমা সুলতানা নিয়মিত ব্রিফিংয়ে এসব তথ্য জানান।

সূত্র- যুগান্তর

করোনায় মৃত্যুর মিছিল ৭ লাখ ৩৩ হাজার ছাড়িয়ে

কোভিড-১৯ মহামারীতে বিপর্যস্ত বিশ্ব। কিছুতেই মুক্তি মিলছে না। রোজ হাজার হাজার মানুষ মৃত্যুর মিছিলে যোগ হচ্ছেন। এরই মধ্যে লাশের সারি ৭ লাখ ৩৩ হাজার ছাড়িয়ে গেছে। ওয়ার্ল্ডওমিটারস এ তথ্য জানিয়েছে।

বিশ্বব্যাপী করোনায় আক্রান্ত ও মৃত্যুর পরিসংখ্যান রাখা আন্তর্জাতিক এই ওয়েবসাইটের দেয়া তথ্যানুযায়ী, বিশ্বে সোমবার দুপুর ১২টা পর্যন্ত করোনা আক্রান্ত শনাক্ত হয়েছেন দুই কোটি ২৫ হাজার ২৪৫ জন। আক্রান্তদের মধ্যে সুস্থ হয়ে উঠেছেন এক কোটি ২৮

লাখ ৯৯ হাজার ৮০১ জন। মৃত্যু হয়েছে ৭ লাখ ৩৩ হাজার ৯৯৭ জনের। আক্রান্তদের মধ্যে চিকিৎসাধীন ৬৩ লাখ ৯১ হাজার ৪৪৭ জন।

আক্রান্ত ও মৃত্যুতে শীর্ষস্থানীয় দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে-যুক্তরাষ্ট্র, ব্রাজিল, ভারত ও রাশিয়া।

ওয়ার্ল্ডওমিটারসের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রে এখন পর্যন্ত মারা গেছেন এক লাখ ৬৫ হাজার ৬১৭ জন।

সংক্রমণ ও মৃত্যুতে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে ব্রাজিল। দেশটিতে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা ৩০ লাখ ৩৫ হাজার ৫৮২। এর মধ্যে মারা গেছেন এক লাখ এক হাজার ১৩৬ জন।

আক্রান্তে তৃতীয় অবস্থানে থাকা ভারতে এখন পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা ২২ লাখ ১৪ হাজার ১৩৭। এর মধ্যে মারা গেছেন ৪৪ হাজার ৪৬৬ জন। তবে ইতিমধ্যে সুস্থ হয়ে উঠেছেন ১৫ লাখ ৩৪ হাজার ২৭৮ জন।

রাশিয়ায় এখন পর্যন্ত করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা ৮ লাখ ৮৭ হাজার
৫৩৬। এর মধ্যে মারা গেছেন ১৪ হাজার ৯৩১ জন। তবে আক্রান্তদের অধিকাংশই এরই মধ্যে সুস্থ হয়ে উঠেছেন। দেশটিতে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ৬ লাখ ৯৩ হাজার ৪২২ জন।

বাংলাদেশে করোনাভাইরাসে তিন হাজার ৩৯৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। শনাক্ত হয়েছেন দুই লাখ ৫৭ হাজার ৬০০ জন।

গত বছরের ৩১ ডিসেম্বর চীনের হুবেই প্রদেশের উহান শহরে প্রথম করোনার উপস্থিতি ধরা পড়ে। এখন পর্যন্ত ২১৩ দেশ ও অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে এই ভাইরাস। এই ভাইরাসকে বৈশ্বিক মহামারী ঘোষণা করেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা।

সূত্র- যুগান্তর

জীবননগরে স্থাপিত হতে চলেছে ‘হাই-ফ্লো অক্সিজেন প্লান্ট’

করোনায় আক্রান্তদের জন্য মানবতার অন্যতম দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে যাচ্ছেন এলাকার কৃতি সন্তান মোখলেছুর রহমান টিপু তরফদার। নিচ তলায় থাকবে ৪টি বড় সিলিন্ডার এবং অক্সিজেন সরবারহ লাইনের মাধ্যমে ৩য় তলায় বেড ও কেবিনে ফ্লো-মিটারের মাধ্যমে রোগীর প্রয়োজনে সহজেই অক্সিজেন ব্যবহার করতে পারবে। ব্যাক-আপের জন্য অতিরিক্ত ৪টি সিলিন্ডার সর্বদা মজুদ থাকবে।

প্রায় ১০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে তিনি এই অক্সিজেন প্লান্ট স্থাপন করছেন। ইতোপূর্বে তিনি দামুড়হুদা উপজেলা হাসপাতালে একই রকমের হাই- ফ্লো অক্সিজেন প্লান্ট স্থাপন করেছেন। যার মাধ্যমে এলাকার স্থানীয় করোনা আক্রান্ত রোগীরা সেবা নিচ্ছেন।

বাংলাদেশে করোনা সনাক্তকরণের পরপরই বিএন্ডটি গ্রুপের চেয়ারম্যান ও চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপি নেতা ইঞ্জিনিয়ার মোখলেছুর রহমান (টিপু তরফদার) কেন্দ্রের নির্দেশে গত ২৮শে এপ্রিল ২০২০ থেকে ১৫ই মে ২০২০ পর্যন্ত চুয়াডাঙ্গা নির্বাচনী এলাকায় নেতা-কর্মীদের মাধ্যমে ১৩ হাজার কর্মহীন পরিবারের মাঝে ১০ কেজি চাউল ও ৫ কেজি করে আলু মানবিক সহায়তায় প্রদান করেন।

পরবর্তীতে তিনি তার নির্বাচনী এলাকায় যে সকল মানুষ করোনা ভাইরাস চিহ্নিত হয়েছেন এবং নানা কারণে লক ডাউনে পড়েছেন তাদের প্রতি পরিবারের জন্য লোকসংখ্যা অনুযায়ী মানবিক সহায়তা প্রদান করেছেন।

জীবননগর উপজেলা হাসপাতালে হাই- ফ্লো অক্সিজেন প্লান্ট স্থাপনে কাজ করেছেন ঢাকাস্থ রবিন এন্টারপ্রাইজ। ইতোমধ্যে ঐ কোম্পানিকে মোট ব্যয়ের ৭৫% টাকা অগ্রিম পেমেন্ট করা হয়েছে। আগামী ১১-১২ আগস্ট ২০২০ তারিখের মধ্যে প্লান্টটি কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করা হবে বলে জানান, জীবননগর পৌর বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও জীবননগর থানার প্রধান ত্রাণ সমন্বয়কারী জনাব মাহাতাব উদ্দীন (চুন্নু)।

তিনি আরো জানান, হাই- ফ্লো অক্সিজেন প্লান্ট সম্পর্কিত কোন তথ্য জানার জন্য, যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ রইলো। দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপি’র সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোঃ জহুরুল ইসলাম,

মোবাইল: ০১৭১৪-৪৪২৯৩০, জীববনগর পৌর বিএনপি’র সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোঃ মাহাতাব উদ্দীন (চুন্নু), মোবা: ০১৭১৩-৯২২৮৩২।

স্বাস্থ্যবিধি না মানায় কুষ্টিয়ায় ৫৩ জনকে জরিমানা

স্বাস্থ্যবিধি না মানায় কুষ্টিয়ায় ৫৩জনকে জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

রবিবার দুপুরে শহরতলীর জগতিসহ বিভিন্ন এলাকায় এই অভিযান পরিচালনা করেন জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ সবুজ হাসান।

এ সময় তিনি জানান, স্বাস্থ্যবিধি না মানায় কুষ্টিয়া জেলা শহর ও পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে ৫৩ জনকে করোনা সংক্রমণ বিস্তার রোধে মাস্ক পরিধান না করায় সংক্রামক রোগ (প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল) আইন, ২০১৮ এর ২৫(২) ধারায় বিভিন্ন অংকের জরিমানা করা হয়।

অভিযান অব্যহত থাকবে বলেও জানান তিনি।

করোনা থেকে বাঁচতে বিশেষ তোশক ব্যবহার করছেন মেসি-আগুয়েরো

এখন পর্যন্ত বৈশ্বিক মহামারি করোনা ভাইরাসের কোন প্রতিষেধক তৈরি করতে পারেনি কোন দেশ। তাই এই ভাইরাস থেকে বাঁচতে হ্যান্ড স্যানিটাইজার, মাস্ক, হেড ক্যাপ, গ্লাভসই একমাত্র ভরসা। তাতেও

করোনার প্রকোপ থেকে রক্ষা পাওয়া যাচ্ছে না। সারা বিশ্বে তাণ্ডব চালাচ্ছে করোনাভাইরাস।

স্পেনে করোনার প্রকোপ কিছুটা কমেছে। তবুও সেখানকার তারকারা ঝুঁকি নিচ্ছেন না। সাবধানতা অবলম্বন করেই খেলতে নামছেন তাঁরা। লিওনেল মেসির মতো কেউ কেউ আবার বাড়িতেও বাড়তি সতর্ক। মেসি এখন ব্যবহার করছেন করোনা প্রতিরোধক তোশক।

মেসি অবশ্য সেই তোশক কেনেননি। যে সংস্থা এই তোশক তৈরি করেছে তাঁরাই বার্সেলোনার তারকাকে এটি উপহার দিয়েছে। এই তোশক চার ঘণ্টার মধ্যে করোনার জীবাণু মারতে সক্ষম বলে দাবি করেছে প্রস্ততকারক সংস্থা।

‘টেক মুন’ নামের সেই তোশকের উপর এখন মেসি ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা ঘুমোচ্ছেন। মেসি, সল নিগেজ ও সার্জিও আগুয়েরো, তিনজনকেই এই তোশক উপহার দিয়েছে প্রস্তুতকারক সংস্থা। এই তোশক ৯৯.৮৪ শতাংশ করোনার জীবাণু ধংস করতে সক্ষম বলে দাবি করা হয়েছে। মেসির এই তোশক নিয়েই এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় জোর আলোচনা চলছে।

স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম মুন্দো দেপোর্তিভো জানিয়েছে, এই তোশকের সুতোয় অতি সুক্ষ কণা। সেই কণা ভাইরাস মারতে সক্ষম। করোনা আক্রান্ত কেউ এই তোশকে ঘুমোলে তাঁর শরীরে থাকা করোনার জীবাণু মেরে ফেলতে পারবে এই তোশক।

করোনার থেকেও পাঁচ গুণ ছোট জীবানুনাশক কণা ব্যবহার করে এই তোশক তৈরি করা হয়েছে। এই প্রতিরোধ ব্যবস্থার নাম দেওয়া হয়েছে ‘ভাইরাক্লিন’। অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ মিডফিল্ডার নিগেজ এই তোশক প্রস্তুতকারক সংস্থার ব্র্যান্ড আম্বাসাডর। তিনি আবার জানিয়েছেন, এই তোশকে শরীর এলিয়ে দিলেই তাড়াতাড়ি ঘুম চলে আসবে।

সূত্র- ইত্তেফাক

করোনার উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি সঞ্জয় দত্ত

বলিউড অভিনেতা সঞ্জয় দত্ত করোনার উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। বুকে অস্বস্তি বোধ করায় শনিবার সন্ধ্যায় মুম্বাইয়ের লীলাবতী হাসপাতালে তাকে ভর্তি করা হয়েছে। ডাক্তাররা জানিয়েছেন, তাকে আইসিইউতে রাখা রয়েছে। তার অবস্থা স্থিতিশীল।

গত সপ্তাহে ২৯ জুলাই নিজের জন্মদিন কাটিয়েছেন ৬১ বছরের ‘সঞ্জু বাবা’। তার শরীরে অক্সিজেনের মাত্রা কমে গিয়েছিল। সে কারণে বুকে অস্বস্তি বোধ করেন তিনি। তবে সঞ্জয় দত্তের করোনা পরীক্ষার ফল নেগেটিভ আসে। তার করোনা পজিটিভ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

সে কারণে আরটি-পিসিআর পরীক্ষার জন্য আবার তার নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, তাকে নন-কোভিড ওয়ার্ডে রাখা হয়েছে। সঞ্জয়ের চিকিৎসক জলিল পারকার জানিয়েছেন, কেনো এ অভিনেতার শরীরে অক্সিজেনের মাত্রা ওঠানামা করছে, তা জানতে বেশ কিছু পরীক্ষা করা হবে।

এদিকে, শনিবার রাতে সঞ্জয় দত্ত টুইট করে শারীরিক অবস্থার কথা জানিয়েছেন। লিখেছেন, ‘সকলকে আশ্বস্ত করতে চাই যে, এখন আমি ভালো আছি। চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে আছি। আমার কোভিড টেস্ট নেগেটিভ এসেছে। লীলাবতী হাসপাতালের চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীদের সেবা শুশ্রুষায় আশা করছি দু-একদিনের মধ্যে সুস্থ হয়ে বাড়ি যেতে পারব। আপনাদের শুভেচ্ছা ও প্রার্থনার জন্য ধন্যবাদ।’

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

অবশেষে করোনা মুক্তি,

হাসপাতাল ছেড়ে বাড়িতে অভিষেক বচ্চন

অবশেষে করোনা থেকে মুক্তি পেলেন তিনি। হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরলেন অভিষেক বচ্চন অভিষেকের শেষ কোভীদ-১৯ টেস্টের রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে বলে জানা গেছে।

দীর্ঘ ২৮ দিন পর গতকাল শনিবার (৮ আগস্ট) তাকে নানাবতী হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়। হাসপাতালের বোর্ডের ছবি পোস্ট করেছেন অভিষেক। তার সুস্থ হয়েও ওঠার জন্য যারা প্রার্থনা করেছেন, তাদের সকলকেই ধন্যবাদ জানিয়েছেন এই অভিনেতা।

পাশাপাশি নানাবতী হাসপাতালের যে সকল চিকিৎসক, নার্স ও কর্মীরা তার দেখাশোনা করেছেন, সুস্থ করে তুলেছেন, তাদেরকেও ধন্যবাদ জানাতে ভোলেননি অভিষেক।

হাসপাতাল থেকে বের হওয়ার সময় পাপারাৎজিদের ক্যামেরাবন্দি হন জুনিয়ার বচ্চন। তবে অভিষেকের আগেই ছাড়া পেয়েছেন তার বাবা অমিতাভ বচ্চন। গত ২ জুলাই তাকে হাসপাতাল থেকে চছাড়া হয়েছিল। এদিকে, করোনা থেকে সুস্থ হয়ে উঠেছেন ঐশ্বরিয়া রাই বচ্চন ও আরাধ্যাও। তারা সকলেই বাড়িতেই কোয়ারেন্টাইনে রয়েছেন।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

রক্তের ‘এ’ গ্রুপে করোনা বেশি ভয়াবহ, ‘ও’ গ্রুপে কম!

প্রতিদিনই করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে মৃতের সংখ্যাও। তবে প্রাণঘাতী এই ভাইরাস রক্তের ‘এ’ গ্রুপে বেশি ভয়াবহ, আর ‘ও’ গ্রুপে কম আকার ধারণ করে। সাম্প্রতিক একটি গবেষণায় এমন তথ্যই জানানো হয়েছে। গবেষণাটি প্রকাশিত হয়েছে আন্তর্জাতিক চিকিৎসা-জার্নাল ‘নিউ ইংল্যান্ড জার্নাল অব মেডিসিন’-এ। খবর

আনন্দবাজারের।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গবেষণা চালানো হয়েছে ইউরোপের দুটি দেশ স্পেন ও ইতালিতে। করোনা সংক্রমণের হার ও মৃতের সংখ্যায় যে দুটি দেশই রয়েছে সামনের সারিতে। গবেষণাটি নির্দিষ্ট জিন ও ক্রোমোজোমের সঙ্গে রোগীদের দেহে করোনা সংক্রমণ ভয়াবহ হয়ে ওঠার একটি সম্পর্ক (কোরিলেশনস বা অ্যাসোসিয়েশন) খুঁজে পেয়েছে।

গবেষকরা দাবি করছেন, ‘এ’ গ্রুপের (পজিটিভ ও নেগেটিভ) রক্তবাহকদের শরীরে কোভিড-১৯ ভাইরাস বেশি ভয়াবহ হয়ে উঠছে। অন্যান্য গ্রুপের রক্তবাহকদের থেকে অন্তত ৪৫ শতাংশ বেশি। কিন্তু ‘ও’ গ্রুপের (পজিটিভ ও নেগেটিভ) রক্তবাহকদের শরীরে কোভিড-১৯ ভাইরাস ততটা ভয়াবহ হয়ে উঠতে পারছে না। অন্যান্য গ্রুপের মতোই ‘ও’ গ্রুপের অন্তত ৬৫ শতাংশ রক্তবাহকের দেহে করোনা সংক্রমণ ঘটছে।

তাদের দাবি, ‘এবি’ এবং ‘বি’ গ্রুপের (পজিটিভ ও নেগেটিভ) রক্তবাহকদের শরীরেও কোভিড-১৯ ভাইরাস ‘এ’ গ্রুপের রক্তবাহক রোগীদের মতো ততটা ভয়াবহ হয়ে উঠতে পারছে না। তবে আমাদের শরীরে কোভিডের দ্রুত ভয়াবহ ওঠা ঠেকাতে ‘ও’ গ্রুপের মতো ততটা কার্যকরী নয় ‘এবি’ এবং ‘বি’ গ্রুপের রক্ত। ‘এবি’ গ্রুপের ক্ষমতা ‘ও’ গ্রুপের চেয়ে কম। ‘বি’ গ্রুপের ক্ষমতা ‘এবি’ গ্রুপের চেয়েও কম।

স্পেন ও ইতালির করোনায় চরম সঙ্কটাপন্ন ৮ লাখেরও বেশি মানুষের জিনোম পরীক্ষা করেছেন বলে জানিয়েছেন গবেষকরা। তাদের সঙ্গে তুলনা করেছেন আরও বহু মানুষকে, যারা করোনায় আক্রান্ত হননি।

ম্যাসাচুসেট্স জেনারেল হাসপাতালেল অধ্যাপক চিকিৎসক অনহিতা দুয়া বলেছেন, ‘এটা নিশ্চিতভাবে বলা যাবে না, করোনা সংক্রমণ আমাদের দেহে ভয়াবহ হয়ে ওঠার ক্ষ◌েত্রে শুধু রক্তের নির্দিষ্ট কোনও গ্রুপেরই ভূমিকা রয়েছে। একটা ‘কোরিলেশন’ বা ‘অ্যাসোসিয়েশন’ (পারস্পরিক সম্পর্ক) খুঁজে পাওয়া গেছে মাত্র।

শুধুমাত্র জিন-স্তরে। আরও অনেক কারণ থাকতে পারে। তবে এটাও অন্যতম কারণ হয়ে উঠতে পারে। তাই বলব, ‘এ’ গ্রুপের রক্তবাহকদের অযথা আতঙ্কিত হয়ে ওঠার কারণ নেই। আবার এটাও বলব না, ‘ও’ গ্রুপের রক্তবাহকরা খুব স্বস্তিতে থাকতে পারেন। এটা একটা হাইপোথিসিস। কোনও থিয়োরি নয়। কোনও মডেলও নয়।’

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

[redacted]

[redacted]